কর না দিতে যে কৌশলের আশ্রয় নেন ট্রাম্প, প্রকাশ্যে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য!

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, যিনি বিভিন্ন কারণে বছরজুড়েই গণমাধ্যমের শিরোনামে থাকেন। সম্প্রতি তার বিরুদ্ধে দীর্ঘ ১০ বছর কর না দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। এভাবে তিনি বিশাল অংকের কর ফাঁকি দিয়েছেন বলে গণমাধ্যমের খবরে জানা যায়।

এবার প্রকাশ্যে এল আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য। জানা গেছে, ডোনাল্ড ট্রাম্প করযোগ্য আয়ের পরিমাণ কম দেখাতে তার মেয়ে ইভানকাকে পরামর্শক হিসেবে দেখিয়েছেন।

জানা গেছে, ২০১০-২০১৮ সাল পর্যন্ত ডোনাল্ড ট্রাম্প ব্যয় করেছেন ২ কোটি ৬০ লাখ ডলার। এর মধ্যে প্রায় সাড়ে ৭ লাখ ডলারই গেছে মেয়ে ইভানকা ট্রাম্পের অ্যাকাউন্টে। আর এভাবে তিনি পরামর্শ ফি বাবদ একটি মোটা অংকের অর্থ ব্যবসায়িক ব্যয় হিসেবে দেখিয়েছেন।

যদিও কর বিবরণীতে পরামর্শকদের কোনও পরিচয় উল্লেখ নেই। কিন্তু ২০১৭ সালে ইভানকা ট্রাম্প যখন হোয়াইট হাউসের কর্মকর্তা হিসেবে যোগ দেন, তখন তার দেওয়া সেই আর্থিক বিবরণীর সঙ্গে এই গোপন কর নথি মিলিয়ে দেখলে এর প্রমাণ মেলে।

সে সময় ইভানকা জানান, তিনি তার মালিকানা রয়েছে এমন একটি পরামর্শক সংস্থার কাছ থেকে ৭ লাখ ৪৭ হাজার ৬২২ ডলার ফি হিসেবে পেয়েছেন। হাওয়াই ও ভ্যাংকুভারে ট্রাম্প অরগানাইজেশনের মালিকানাধীন হোটেল প্রকল্প থেকে ঠিক এই পরিমাণ অর্থই পরামর্শক ফি হিসেবে দেওয়া হয়েছিল। অথচ ডোনাল্ড ট্রাম্পের মালিকানাধীন কোম্পানিতে নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে যুক্ত রয়েছেন ইভানকা। ফলে তিনি সেই প্রকল্প থেকে পরামর্শক ফি নিয়েছেন, যার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে তিনি রয়েছেন এবং যার লভ্যাংশের একটি অংশ যায় তার পকেটে।

সিএনএনের প্রতিবেদনে বলা হয়, অন্তত দুটি প্রকল্পের ক্ষেত্রে ইভানকা ট্রাম্প একই সঙ্গে দুটি ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। নিজের বাবার মালিকানাধীন কোম্পানিতে তিনি নিয়োগপ্রাপ্ত বড় কর্মকর্তার ভূমিকায় যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন পরামর্শকের ভূমিকায়ও। দুই

ভূমিকাতেই বড় অংকের অর্থ তিনি নিয়েছেন। আর এই ভূমিকার কারণে তার বাবা প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প করযোগ্য আয় থেকে সাড়ে ৭ লাখ ডলার কমিয়ে ফেলতে পেরেছেন।

এ বিষয়ে অবশ্য ট্রাম্প অরগানাইজেশনের আইনজীবীর কাছ থেকে মন্তব্য চেয়েও পায়নি সিএনএন। সংবাদমাধ্যমটি জানায়, ইভানকার নামে পরামর্শক ফি হিসেবে এই অর্থ দেখানোটা অনৈতিক। নিউইয়র্ক টাইমস হয়তো এর চিহ্নটিই কেবল প্রকাশ্যে আনতে পেরেছে। কারণ, ২০১০ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত সময়ে পরামর্শক ফি বাবদ ট্রাম্পের দেখানো ২ কোটি ৬০ লাখ ডলার কোথায়, কার কাছে গেছে, তার কোনও হদিস নেই। ইভানকার অংশটি বাদ দিলে বাকি আড়াই কোটি ডলার কার কাছে গেছে, তার কোনও খোঁজ নেই।

এ বিষয়ে মন্তব্য জানতে চাইলে ইভানকা ট্রাম্পের কার্যালয় ট্রাম্পের প্রচার দলের সঙ্গে কথা বলা অনুরোধ করে সিএনএনকে। আর ট্রাম্পের প্রচার দলের মুখপাত্র টিম মারটাগ পুরো বিষয়টিকেই ‘ভুয়া’ আখ্যা দিয়ে উড়িয়ে দেন।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

দুর্গা সেজে হত্যার হুমকি পাচ্ছেন নুসরাত জাহান

মহলয়ার দুর্গা সেজে হত্যার হুমকি পাচ্ছেন ভারতের সাংসদ ও অভিনেত্রী নুসরাত জাহান। এ থেকে মুক্তি পেতে নিজের শুটিংয়ের সময় অতিরিক্ত নিরাপত্তার আবেদন করেছেন পশ্চিমবঙ্গের এ অভিনেত্রী।

স্বামী নিখিল জৈনের বস্ত্র বিপণি সংস্থার বিজ্ঞাপনের জন্য এই সাজে সেজেছেন তিনি। কিন্তু ছবি ও ভিডিও শেয়ার করার পর নেটিজেনদের সমালোচনার স্বীকার হতে হয়েছে তাকে।

গত ১৭ সেপ্টেম্বর শেয়ার করা ছবি ও ভিডিওটিতে নুসরাত জাহানের উদ্দেশে কিছু নেটিজেন অশালীন মন্তব্য করেছেন। মুসলিম হয়েও

হিন্দুদের ধর্মীয় সাজ নেয়ায় তাকে নিয়ে সমালোচনা করা হয়েছে কমেন্ট বক্সে। এমনকি মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছে বলেও জানা গেছে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়কেও বিষয়টি জানিয়েছেন নুসরাত। বিদেশে শুটিং করতে গিয়ে যাতে কোনো সমস্যায় পড়তে না হয়, সে আবেদন করেছেন তিনি। শোনা যাচ্ছে, তার অনুরোধে লন্ডনের ভারতীয় দূতাবাসে কথা বলেছে নয়াদিল্লি।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

কটূক্তির জবাব দিলেন শাহরুখ কন্যা সুহানা

সুহানা খান, বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খান এবং গৌরী খান দম্পতির মেয়ে। এবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জবাব দিলেন তার শরীরের রং নিয়ে কটূক্তিকারীদের।

২০ বছর বয়সী সুহানা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি পোস্টে বর্ণবাদের প্রতিবাদ করে বলেন, সেই ১২ বছর বয়স থেকে তাকে কুৎসিত বলা শুরু হয়েছে। এসব এখনই থামানো উচিত।

‘চারদিকে অনেক কিছু চলছে। শরীরের রংয়ের এই প্রকারভেদ এমন একটা বিষয় যা আমাদের দূর করা উচিত। এটা শুধু আমার বিষয় নয়। অনেক ছেলে-মেয়ে এর ভুক্তভোগী।’
‘স্কিন টোনের কারণে সেই ১২ বছর বয়সে আমাকে কুৎসিত শুনতে হয়েছে।’

বলিউডে পা রাখার আগেই জনপ্রিয়তা পাওয়া এই তরুণী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভালাই সক্রিয়। প্রায়ই তাকে ছবি-ভিডিও পোস্ট করতে দেখা যায়।

বেশ কয়েক মাস হল সুহানা তার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট সবার জন্য উন্মুক্ত করেছেন। ইতিমধ্যে ৮ লাখের বেশি ফলোয়ারও জুটে গেছে তার।

সুহানা কবে সিনেমায় নাম লেখাবেন, সেটি জানার আগ্রহ অনেকেরই। তিনি

নিজে দিনক্ষণ না বললেও আগে জানিয়েছেন, হয়তো কোনোদিন করবেন।

কিংবদন্তি বাবার মেয়ে সুহানা শুধু সিনেমা নিয়েই ভাবছেন না। নিজের সমাজটাও তিনি পরিবর্তন করতে চান। আর তাই নানা অসঙ্গতি নিয়ে প্রায়ই সরব হন।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

চাঞ্চল্যকর রিফাত হত্যা মামলার রায় আজ, সেদিন কী ঘটেছিল বরগুনায়?

চাঞ্চল্যকর রিফাত শরীফ হত্যা মামলায় প্রাপ্তবয়স্ক ১০ আসামির রায় ঘোষণা হবে আজ বুধবার। বরগুনার জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক আছাদুজ্জামান এ রায় ঘোষণা করবেন।

প্রাপ্তবয়স্ক এই আসামিদের পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন শেষে গত ১৬ সেপ্টেম্বর রায়ের জন্য এ দিন নির্ধারণ করেন।

এছাড়া এ মামলার অপ্রাপ্তবয়স্ক অন্য ১৪ আসামির বিরুদ্ধেও সাক্ষ্যগ্রহণ ও যুক্তিতর্ক উপস্থাপন শেষ হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বরগুনা নারী ও শিশু আদালতে এই সাক্ষ্যগ্রহণ ও যুক্তিতর্ক শেষ হয়। যেকোনও দিন রায়ের তারিখ নির্ধারণ করতে পারেন আদালত।
সেদিন কী ঘটেছিল বরগুনায়?

চাঞ্চল্যকর এ ঘটনাটি ঘটে ২০১৯ সালের ২৬ জুন। ওই দিন সকালটি আর ১০টি সকালের মতোই শুরু হয়েছিল রিফাত শরীফের। কিন্তু সেই সকালটি হয় তার জীবনের শেষ সকাল। বরগুনা সরকারি কলেজের সামনে হঠাৎ কিশোর গ্যাং বন্ড বাহিনীর হামলার শিকার হন রিফাত। এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী আয়শা সিদ্দিকা মিন্নি।

কিন্তু বর্বরচিত এই হত্যাকাণ্ড সারাদেশকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। কিশোর গ্যাং বন্ড বাহিনী প্রকাশ্যে রিফাতকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করে।

চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই দিন বিকালেই বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন তিনি।

যেভাবে খুন হন রিফাত

বুধবার, ২৬ জুন সকালে বরগুনা সরকারি কলেজে যান রিফাতের স্ত্রী মিন্নি। পরে স্ত্রীকে তাকে আনতে কলেজে তিনি। মিন্নিকে সঙ্গে নিয়ে কলেজ থেকে বের হচ্ছিলেন রিফাত। কলেজের গেটে ওঁৎ পেতে থাকা কিছু সন্ত্রাসী রিফাতকে কলেজ গেট থেকে টেনে নিয়ে নয়ন বন্ড ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের কাছে নিয়ে যায়। তারা রিফাতের ওপর আক্রমণ করে। হঠাৎ নয়ন বন্ড দৌঁড়ে গিয়ে একটি রামদা নিয়ে আসে। এরপর সেটি দিয়ে উপর্যুপরি কোপাতে থাকে রিফাতকে। এসময় মিন্নি অনেক চেষ্টা করেও ফেরাতে পারেনি হামলাকারীদের। পরে একটি রিকশায় করে হাসপাতালে নেওয়া হয় রিফাতকে। দূর থেকে এই দৃশ্য কে বা কারা ভিডিও করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দিলে মুহূর্তেই তা ভাইরাল হয়ে যায়। নয়নের কোপানোর দৃশ্য দেখলে যে কেউ আঁতকে উঠবেন।

কে এই নয়ন বন্ড?

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রের তথ্যমতে, পৌর শহরের বিকেবি রোডের শহরের ধানসিঁড়ি এলাকার আবু বক্কর সিদ্দিকির ছেলে সাব্বির হোসেন নয়ন। তিনি ছিলেন মাদকাসক্ত। শুধু তাই নয়, রিফাত হত্যা মামলার প্রধান আসামি নয়ন বন্ড ছিলেন অপরাধ জগতের পরিচিত মুখ। পরে তিনি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে নিহত হন।

এই নয়নের কারণে এলাকার মানুষ অতিষ্ঠ ছিল। ‘কচু গাছ কাটতে কাটতে ডাকাত’ বনে যাওয়ার মতো ছিঁচকে চুরি আর ছিনতাইয়ের মধ্য দিয়ে শীর্ষ সন্ত্রাসীতে পরিণত হয় বরগুনার সাব্বির হোসেন নয়ন।

দলীয় কোনও পদ-পদবি না থাকলেও সরকারি দলের ছত্রছায়ায় থেকে ছিঁচকে চোর থেকে বরগুনার শীর্ষ সন্ত্রাসী ও মাদক ব্যবসায়ীতে পরিণত হয় সে। মাদক বিক্রির পাশাপাশি পৌর শহরের বিকেবি রোডের ধানসিঁড়ি এলাকার নিজ বাসায় মাদকসেবীদের মাদক সেবনের সুযোগও করে দিত নয়ন। সুবিধা পাওয়ায় মাদকসেবীরাও ভিড়ত তার কাছে। এভাবে ধীরে ধীরে বরগুনা শহরের মাদকের ডন বনে যায় সে। নিজের বাসা মাদকের আখড়ায় পরিণত করে নয়ন।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

মিন্নির মৃত্যুদণ্ড না হলেও যেন যাবজ্জীবন হয়: রিফাতের বাবা

বরগুনার আলোচিত রিফাত শরীফ হত্যা মামলার প্রাপ্তবয়স্ক ১০ আসামির রায় কিছুক্ষণের মধ্যে ঘোষণা করবেন আদালত। এরই মধ্যে এ মামলার একমাত্র জামিনপ্রাপ্ত আসামি আয়েশা সিদ্দিকা মিন্নি আদালতে হাজির হয়েছেন। আদালতে পৌঁছেছেন রিফাত শরীফের পরিবারও।

রিফাতের বাবা আবদুল হালিম দুলাল শরীফ বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেছেন, রিফাত শরীফ হত্যা মামলার রায়ে সব আসামির যেন সর্বোচ্চ শাস্তি হয়। মিন্নির মৃত্যুদণ্ড না হলেও যেন যাবজ্জীবন হয়। আজ বুধবার সকালে আদালত প্রাঙ্গণ থেকে তিনি এ কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, ’আমি চাইবো যারা প্রকৃত দোষী তাদের যেন আদালত সর্বোচ্চ শাস্তির রায় দেন আর যারা নির্দোষ তারা যেন নায্য বিচার পায়। ওই ছেলেগুলো (রিফাত হত্যা মামলার আসামি) এখনো উঠতি বয়সী। আজ তাদের পরিবারগুলো ধ্বংসের মুখে। আমি তো ছেলে হারিয়েছি, তারাও ধ্বংসের মুখে পড়েছে। শুধু মিন্নির প্ররোচনায় এমন ঘটনা ঘটেছে।
‘

তবে আসামিদের মধ্যে মিন্নি বেকসুর খালাস পাবেন বলে আশা করছেন তার আইনজীবী মাহবুবুল বারী। তিনি গণমাধ্যমকে বলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস মিন্নি আদালতের রায়ে বেকসুর খালাস পাবে। মিন্নি তার স্বামী রিফাত শরীফকে সেদিন রক্ষা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে, যা ভাইরাল হওয়া ভিডিও প্রমাণ। শুধু তাই নয়, আহত রিফাত শরীফকে রিকশায় করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

এদিকে, এ মামলার রায়ে রিফাতের স্ত্রী আয়েশা সিদ্দিকা মিন্নি বেকসুর খালাস পাবে বলে প্রত্যাশা তার বাবা মো. মোজাম্মেল হোসেন কিশোরের। মিন্নির বাবা মোজাম্মেল হোসেন কিশোর বলেন, আমরা আসলেই হয়রানির শিকার। জীবন বাজি রেখে মিন্নি তার স্বামীকে

বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। অথচ মিন্নি প্রধান সাক্ষী থেকে এখন আসামির কাঠগড়ায়, এটা অত্যন্ত দুঃখজনক।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

জাল ভিসায় বিদেশ পাঠানোর অভিযোগে পিত-পুত্র কারাগারে

জাল ভিসার মাধ্যমে মালদ্বীপে পাঠানোর অভিযোগ মেহেরপুরের সাহেবনগর গ্রামের পিতা-পুত্রকে ২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৩ হাজার টাকা করে জরিমানা, অনাদায়ে আরও ৬ মাসের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার মেহেরপুর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতের বিচারক তারিক হাসান গাংনী উপজেলার সাহেবনগর গ্রামের গোলাম মোস্তফার ছেলে আমিরুল এবং আমিরুলের ছেলে হাফিজুলকে এ সাজা দেন।

মামলার বিবরণে জানা গেছে একই উপজেলার বাদিয়াপাড়া গ্রামের খবিরের ছেলে বিল্লাল তার ছেলেকে রিপন কে মালদ্বীপে পাঠানোর জন্য ২০১৭ সালের ১২ মে আমিরুল কে ২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা প্রদান করেন, পরে তার ছেলেকে জাল ভিসায় মালদ্বীপে পাঠানো হলে রিপনকে সেখান থেকে ফেরত পাঠানো হয়।

এ ঘটনায় বিল্লাল হোসেন বাদী হয়ে মেহেরপুর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ৪২০/৫০৬ পেনাল কোড-এ একটি মামলা দায়ের করেন। যার সি, আর কেস নং২৭১/১৯। মামলায় সাক্ষীদের সাক্ষে আসামিদ্বয় দোষী প্রমাণিত হওয়ায় আদালত দুজনকে এ শাস্তি দেন।

ইবির নতুন উপাচার্য ড. শেখ আব্দুস সালাম

কুষ্টিয়ার ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে চার বছর মেয়াদে নিয়োগ পেলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. শেখ আবদুস সালাম।

মঙ্গলবার (২৯ সেপ্টেম্বর) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করে। এতে বলা হয়, উপাচার্য হিসেবে তিনি অবসর অব্যাহতির আগের পদের সমপরিমাণ বেতন-ভাতা পাবেন এবং বিধি অনুযায়ী পদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুবিধা ভোগ করবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নির্বাহী হিসেবে তিনি সার্বক্ষণিক ক্যাম্পাসে অবস্থান করবেন। রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলরের প্রয়োজনে যেকোনও সময় এ নিয়োগ বাতিল করতে পারবেন।

অধ্যাপক ড. শেখ আবদুস সালাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক।

বাগেরহাট জেলার রামপাল উপজেলায় জন্ম নেওয়া ড. সালাম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭৫ সালে অর্থনীতিতে বি এ (সম্মান) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৬ সালে অর্থনীতিতে এম এ ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতায় এমএ এবং এলএলবি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৮৬ সালে ভারতের পুনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যোগাযোগ ও সাংবাদিকতায় পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

ড. সালাম বাংলাদেশ সরকারের ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও ধর্ম বিষায়ক মন্ত্রণালয়ে গবেষণা কর্মকর্তা পদে চার বছর চাকরি করেন। তিনি ১৯৮৬-৮৭ সালে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন ফর ভলান্টারি স্টেরিলাইজেশনের (বিএভিএস) পরিচালক, প্রোগ্রাম অ্যান্ড আইইসি পদে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৮৭ সালে তিনি শিক্ষক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক পদে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও ২০০৬ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান এবং ২০০৯ সালে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিনের

দায়িত্ব পালন করেন।

এসময়ে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স কমিটির সদস্য এবং সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ থেকে প্রকাশিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
তিনি বৃটিশ কাউন্সিল হায়ার এডুকেশন লিঙ্ক প্রোগ্রামের সমন্বয়ক এবং বাংলাদেশ, নরওয়ে, পাকিস্তান ও নেপাল এই চার দেশের সম্মিলিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নোমা প্রোগ্রামের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।

ড. সালাম ২০০৯ থেকে ২০১১ সময়ে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজির সিন্ডিকেট সদস্য ছিলেন। ২০১১ সাল থেকে তিনি বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক কমিটির সদসস্যের দায়িত্ব পালন করছেন।

২০১২ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন আর্টস অ্যান্ড সোস্যাল সায়েন্সেসের পরিচালক পদে ছিলেন তিনি। নরওয়ের অসলো ইউনিভার্সিটি কলেজ এবং রোমানিয়ার লুসিয়ান ব্লাগা ইউনিভার্সিটিতে ভিজিটিং অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন ড. সালাম।

কুমারখালীতে অবৈধ বালু উত্তোলনের দায়ে জেল-জরিমানা

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে ড্রেজার মেশিন দিয়ে অবৈধ ভাবে বালু উত্তোলন করার অপরাধে ৪জনকে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১ জনকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার শিলাইদহ ইউনিয়নের পদ্মা নদীর ঘাট এবং আড়ুয়াবাধার চর সংলগ্ন এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালায়।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হচ্ছে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার হাটশ হরিপুর ইউনিয়নের কান্তিনগর এলাকার ছাত্তার মোল্লার ছেলে রিপন (৩২), ভেড়ামারা

বারোমাইল এলাকার সিরাজুল প্রামানিক (৩০), আতিয়ার রহমান (৪০), আবুল কাশেম (৩৫) ও বেলগাছি এলাকার মোক্তার হোসেন।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এমএ মুহাইমিন আল জিহান।

এ সময় তিনি জানান, এ চক্রটি দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে ড্রেজার মেশিন দিয়ে বালু উত্তোলন করে আসছে।

মঙ্গলবার দুপুরে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। পরে বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ এর আওতায় রিপন, সিরাজুল প্রামানিক, আতিয়ার রহমান ও আবুল কাশেমকে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং মোক্তার হোসেনকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

অভিযানে কুমারখালী থানা পুলিশ, ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা সহায়তা করে।

জাহালমের ক্ষতিপূরণের রায় পিছিয়ে বুধবার

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মামলায় ভুল আসামি হয়ে ২৬ মামলায় প্রায় তিন বছর কারাভোগ করা পাটকল শ্রমিক জাহালমকে ক্ষতিপূরণ দেয়ার বিষয়ে রায় ঘোষণার জন্য বুধবার নির্ধারণ করেছেন আদালত।

মঙ্গলবার বিচারপতি এফআরএম নাজমুল আহাসান ও বিচারপতি কেএম কামরুল কাদেরের ভার্চ্যুয়াল হাইকোর্ট বেঞ্চ এ দিন ধার্য করেন।

আদালতে দুদকের পক্ষে শুনানিতে ছিলেন আইনজীবী খুরশীদ আলম খান। ব্র্যাক ব্যাংকের পক্ষে মামলার শুনানিতে অংশ নেন আইনজীবী আনিসুল হাসন। সোনালী ব্যাংকের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী শেখ জাকির হোসেন। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ বাশার।

আজ কার্যতালিকায় এটি রায়ের জন্য ছিল। কিন্তু এ দিন দুদক, সোনালী

ব্যাংক ও ব্র্যাক ব্যাংক নিজেদের পক্ষে শুনানি করেন। এরপর আদালত রায়ের জন্য বুধবার দুপুর দুইটায় সময় নির্ধারণ করেন।

গত বুধবার (২৩ সেপ্টেম্বর) হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট বেঞ্চ থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর রায়ের জন্য দিন ঠিক করেন। চলতি বছরের ১২ ফেব্রুয়ারি জাহালমের ক্ষতিপূরণ প্রশ্নে রুলের শুনানি শেষে যেকোনো দিন রায় ঘোষণা করবেন বলে অপেক্ষমাণ (সিএভি) রাখেন আদালত।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

বৃহস্পতিবার থেকে বৃষ্টিপাত বাড়ার সম্ভাবনা

ফের বৃষ্টিপাত বাড়ার সম্ভাবনার কথা জানাল আবহাওয়া অধিদফতর। মঙ্গলবার দেশের ৮ অঞ্চলে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে বৃহস্পতিবার থেকে তা বাড়তে পারে।

মঙ্গলবার সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার আবহাওয়া পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়।

আবহাওয়া অধিদফতর জানিয়েছে, এদিন চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ, সিলেট, ঢাকা, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের দু’এক জায়গায় অস্থায়ী দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি বা বজ্রবৃষ্টি হতে পারে।
সেই সঙ্গে দেশের কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে মাঝারি ধরনের ভারী বর্ষণ হতে পারে।

সারাদেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, এ সময়ের শেষের দিকে বৃষ্টিপাতের প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে পারে।

এমনকি আগামী পাঁচ দিনের আবহাওয়ার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হবে না বলেও পূর্বাভাসে উল্লেখ করা হয়েছে।

□□□□□- □□□□ □□□□□□□□